বিপিএটিসিতে অনুষ্ঠিতব্য ৭৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতকৃত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের খসড়া

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি, সহকর্মীবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে সমাপনকারী সিভিল সার্ভিসের নবীন সদস্যবৃন্দ,

উপস্থিত সুধী,

আস্‌সালামু আলাইকুম ও শুভ সকাল

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত ৭৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সফল প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স প্রকৃত অর্থেই পরিশ্রমসাধ্য। এই প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করায় আমি প্রজাতন্ত্রের নবীন সুশীল সেবকদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। পাশাপাশি, কোর্সের সফল আয়োজনের জন্য আয়োজকদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সুধীবৃন্দ,

প্রথমেই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি ১৫ আগস্ট এর কালোরাতে শাহাদাত বরণকারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেলসহ অন্যান্য শহিদদের। শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ত্রিশ লক্ষ শহিদ, দু'লক্ষ মা-বোন এবং কারাগারে নিহত চার জাতীয় নেতার প্রতি।

১৯৭১ সালে হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আল শামসের তান্ডবে সমগ্র দেশ পরিণত হয়েছিল ধ্বংসস্তূপে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সূচনা করেছিলেন। তাঁরই বিচক্ষণ নেতৃত্বগুণে ১৯৭২ সালের ১২ মার্চ মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী ভারতীয় সেনা সদস্যগণ স্বদেশে ফিরে যায়। ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী এক কোটি শরণার্থী এবং দেশের অভ্যন্তরের কয়েক কোটি বাস্তুচ্যুত মানুষকে দ্রুত পুনর্বাসন করা হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই প্রায় ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। প্রশাসনকে জনমুখী এবং সেবাধর্মী করার লক্ষ্যে Administrative Services Reorganization Committee গঠন করা হয় যার লক্ষ্য ছিল স্বাধীন দেশের

উপযোগী একটি বৈষম্যহীন, মেধাভিত্তিক সিভিল সার্ভিসের প্রতিষ্ঠা। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, কমনওয়েলথ, ওআইসিসহ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ এবং বিশ্বের ১৪০টি দেশের স্বীকৃতি লাভ করে। দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে রয়েছে পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন এবং সমবায়ভিত্তিক কৃষি প্রবর্তনের উদ্যোগ। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' আখ্যায়িত করলেও ধীরে ধীরে বাংলাদেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হতে শুরু করে। ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট অর্থাৎ ঘাতকের হাতে শাহাদাত বরণের ছয়দিন আগে মাত্র ৪৫ লক্ষ পাউন্ডের বিনিময়ে শেল ওয়েল কোম্পানির নিকট থেকে দেশের পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র- তিতাস, বাখরাবাদ, কৈলাসটিলা, হবিগঞ্জ, রশিদপুর জাতীয়করণ করেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ফলে দেশ দ্রুত উন্নয়নের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য দেশকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময়ই ঘাতকের হাতে নিহত হলেন স্বাধীনতার প্রাণপুরুষ। অপশাসনের পুরনো বৃত্তে ফিরে গেল বাংলাদেশ।

সুধীমন্ডলী,

জনগণের ভোটে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পর দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকেই আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করি। গৌরবময় স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী অর্থাৎ মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের ক্ষণেই বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ অর্থাৎ এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উত্তরণের জন্য জাতিসংঘের সুপারিশ লাভ করে। দেশি-বিদেশি চক্রান্ত নস্যাৎ করে আমরা নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করি। সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমতে এ বছরের ২৫ জুন পদ্মা সেতুর উদ্বোধন করা হয়েছে। স্বপ্নের পদ্মা সেতু বাঙালি জাতির গৌরব, সাহস এবং আত্মমর্যাদার প্রতীক। ইনশাল্লাহ, এ বছরই বহুল প্রতীক্ষিত মেট্রোরেল, কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেল এবং রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করা হবে। বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশ থেকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান সরকার নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। করোনা অতিমারীর চ্যালেঞ্জ উত্তরণে ১২৮৪.৪ বিলিয়ন টাকার ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করে আমরা সফল হয়েছি। দ্রুততম সময়ে দেশের আপামর জনগণকে কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান করেছি। পৃথিবীর অনেক দেশের অর্থনীতি যেখানে সংকুচিত হয়েছে সেখানে আমরা অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রেখেছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের ৪১তম ও দক্ষিণ এশিয়ার ২য় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। দেশের রপ্তানি আয় ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ১৫.৫৭ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৫২.০৮ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে (ইপিবি)। ইতোমধ্যে, দেশের শতভাগ জনসংখ্যাকে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বর্তমানে সরকারের কৃষিবান্ধব নীতিমালার জন্য এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রতিবছর কৃষিতে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে ৪র্থ, সবজি উৎপাদনে ৩য়, ফল উৎপাদনের হার বিবেচনায় ৭ম। মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় এবং ইলিশ মাছ উৎপাদনে আমাদের দেশ বিশ্বে প্রথম। সরকারের বাস্তবসম্মত কৌশলের জন্য এটা সম্ভব হয়েছে।

দেশের এই মহতী অর্জনের কৃতিত্ব জনগণের। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ সরকারের দিক-নির্দেশনায় এই অর্জনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আমি আশা করবো যে, প্রজাতন্ত্রের নবীন কর্মচারীগণ জাতির পিতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা এবং দক্ষতা সহকারে দেশ-মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন।

সুধীবৃন্দ,

জনগণের সেবায় নিবেদিত দক্ষ, পেশাদারি মনোভাবসম্পন্ন জনপ্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশীপ, প্রধানমন্ত্রী ফেলোশীপ ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তির আওতায় বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। গণকর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সিভিল সার্ভিসে যোগদানকৃত সকল নবীন কর্মচারীকে একইসঙ্গে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১২০৭ কোটি ৬০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর আওতায় ২০তলা বিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন, ১৫তলা ডরমিটরি ভবন, ৪তলা বিশিষ্ট মেডিকেল সেন্টার এর নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে। সরকারি কর্মচারী কর্তৃক জনগণকে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে সেবা প্রদান ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক, শুদ্ধাচার কর্মকৌশল, শুদ্ধাচার পুরস্কার, বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ ও জ্ঞানার্জনের কোন বিকল্প নেই। নতুন বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ ও জ্ঞানার্জনের বিষয়টিকে বঙ্গবন্ধু সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতেন। তাঁর আত্মজীবনী পাঠ করলেও জানা যায়, কারাবন্দী অবস্থায় যখনই তিনি সুযোগ পেতেন তখনই বিভিন্ন ধরণের বই পড়ে সময় পার করতেন। বঙ্গবন্ধুর এ শিক্ষা আমাদের প্রত্যেকের জন্য হতে পারে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

সুপ্রিয় নবীন প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,

ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ আপনাদের পবিত্র সাংবিধানিক দায়িত্ব। সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আপনাদের উপর ন্যস্ত। প্রকৃতপক্ষে আপনারা সরকার এবং জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন স্বরূপ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সর্ব অবস্থায় জনগণকে সেবা প্রদান আপনাদের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং এক্ষেত্রে কোন ধরণের ব্যত্যয় গ্রহণযোগ্য নয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সেবা প্রত্যাশীদের প্রাপ্য সেবা প্রদান কোন করুণা নয় বরং পবিত্র দায়িত্ব। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা আত্মস্থকরণ এবং জনগণের সেবায় এর ফলপ্রসূ প্রয়োগে আপনারা মনোযোগী হবেন মর্মে আমি আশাবাদী।

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, প্রচলিত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বিপিএটিসি কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে গবেষণাকর্মের সঙ্গেও সম্পৃক্ত করেছেন। গবেষণাকর্ম তত্ত্বাবধানের জন্য দক্ষ এবং অভিজ্ঞ অনুষদবৃন্দকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আমি বিপিএটিসি কর্তৃপক্ষের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। এর ফলে প্রজাতন্ত্রের নবীন কর্মচারীদের দক্ষতা আরো বৃদ্ধি পাবে। জনগণকে সেবা প্রদানের পবিত্র দায়িত্ববোধ, দেশপ্রেম এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ায় কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনে আপনারা আত্মনিয়োগ করবেন এটাই আমার প্রত্যাশা। আপনাদের জন্য রইল শুভ কামনা।

পরিশেষে, ৭৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং উপস্থিত সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

খোদা হাফেজ
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

৭৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানের জন্য সিনিয়র সচিব মহোদয়ের ভাষণের খসড়া

৭৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি, বিশেষ অতিথি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন এমপি, বিপিএটিসি'র রেক্টর জনাব রমেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, অপর পাঁচটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত প্রধানগণ, সম্মানিত অনুষদবর্গ, সুপ্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ ও উপস্থিত সুধী- আসসালামু আলাইকুম ও শুভ সকাল।

শুরুতেই আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি আমাদেরকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন। ত্রিশ লক্ষ শহিদ ও দুই লক্ষ বীরাঙ্গনার আত্মত্যাগে আমরা স্বাধীন জাতি হিসাবে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আত্মপরিচয় পেয়েছি। সেই স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তীও আমরা যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করেছি। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ পঁচাত্তর এর ১৫ আগস্ট শহিদ হওয়া বঙ্গবন্ধুর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের, স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীরদের।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

কোভিডকালেও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের নিয়মকানুনের কোনরকম ব্যত্যয় না ঘটিয়ে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে সুচারূরূপে কোর্সটি সম্পাদন করতে পেরেছে। এজন্যে, আমি বিপিএটিসি, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া, বিয়াম ফাউন্ডেশন ঢাকা ও বগুড়া, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর এবং আরপিএটিসি, চট্রগ্রামের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রিয় নবীন সহকর্মীবৃন্দ,

৭৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সমগ্র চাকুরি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পাথেয় যেমন দেশপ্রেম, সততা, শৃঙ্খলাবোধ, পেশাদারিত্ব, স্বপ্রণোদিত হয়ে জনগণকে সেবা প্রদানের মানসিকতা ইত্যাদি আপনারা এই প্রশিক্ষণ থেকে লাভ করেছেন। প্রজাতন্ত্রের সর্বময় ক্ষমতার উৎস জনগণ। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দায়িত্ব সর্ব অবস্থায় জনগণের সেবা করা। কাজেই যেকোন বিবেচনায় আপনাদের প্রধান কাজ জনগণকে সেবাদান। এটা কোন দয়া-দাক্ষিণ্য নয় বরং

তাদের প্রাপ্য অধিকার। প্রজাতন্ত্রের নবীন কর্মচারী হিসেবে স্ব স্ব কর্মস্থলে যোগদান করে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে দেশের জনগণকে সর্বোত্তম সেবাদানে সচেষ্ট হবেন মর্মে আশা করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

বিপিএটিসি ছাড়াও আরো পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত প্রশিক্ষণের অভিন্ন মান নিশ্চিত করাটাও একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। এজন্যে অভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন, কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষার মূল্যায়ন, সেশনসমূহের সমরূপতা নিশ্চিতকল্পে মন্ত্রণালয়ের সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও সমন্বিত ফলাফল প্রস্তুতকরণের মতো পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছিলাম। ফলে, সবগুলো প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমমান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এজন্যে, বিপিএটিসিসহ সবগুলো প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অভূতপূর্ব সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নে আমাদের এই প্রচেষ্টা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

সুপ্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,

বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, লোক-প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে যা আপনারা বিভিন্ন একাডেমিক সেশনের মাধ্যমে জেনেছেন। এছাড়াও সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধারায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল এ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য সুশীল সেবকদের যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। অন্ধভাবে আইন-কানুন অনুকরণ ও প্রয়োগের পরিবর্তে জনগণকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। জনগণকে যথোপযুক্ত সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজন যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমের ২৪টি মডিউলের মাধ্যমে এ কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। পাঠ্যক্রমে ছিলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, আমার গ্রাম, আমার শহর, সুবিধা-বঞ্চিত পরিবার পরিদর্শন, বিভিন্ন জেলার ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্তিক ঐতিহ্য পরিদর্শন, গ্রামীণ উন্নয়ন, ই-গভর্ন্যান্স, উন্নয়ন প্রশাসন, আঞ্চলিক ও বিশ্বায়ন, ভাষা ও আইটি দক্ষতা, লিঙ্গ সমতা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি আশা করি, এই কোর্সটি আপনাদের কর্মজীবনের শক্ত বুনিয়াদ গড়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ হতে আপনাদের জ্ঞান, দক্ষতা বৃদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ফলে আপনাদের দপ্তরে সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। সেবাগ্রহীতারা তাদের কাঙ্ক্ষিত সেবাটি দ্রুততম সময়ে পেয়ে যাবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

সুপ্রিয় সুধী,

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রুপান্তরের লক্ষ্যে সরকার প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। এজন্যেই সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে সরকার সবিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সকল গ্রেডের কর্মচারীদের জন্যে ৬০ ঘন্টা কর্মকালীন প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে, চালু হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর বৃত্তি ও বঙ্গবন্ধু ফেলোশীপের মতো আকর্ষণীয় মেধাবৃত্তি। দেশে এবং বিদেশে সরকারি কর্মচারীদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও একাডেমিক ডিগ্রি অর্জনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এছাড়া, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যেও সরকার বিশেষ বাজেট বরাদ্দ ও বিনিয়োগ করছে। যেমন-বিপিএটিসির প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে বর্তমানে একটি বড় প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে 'বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প। এরূপ দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অনেকগুলো মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মোদ্দাকথা, বর্তমান সরকার কর্মচারীদের গুণগত মানোন্নয়নে বেশ জোর দিচ্ছে এবং এজন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করছে। আমরা আশা করতে পারি, জাতি অচিরেই এর সুফল দেখতে পাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এবং 'ভিশন ২০২১' এর সফল বাস্তবায়ন সর্বত্র দৃশ্যমান। এই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কাজেই, আমাদের আশা, ভবিষ্যতেও জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে এবং বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে আপনাদের আন্তরিক কর্মপ্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

পরিশেষে, আমি আজকের সমাপনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকতে সানুগ্রহ সম্মতি প্রদানের জন্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করছি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি মাননীয় প্রতিমন্ত্রীসহ আয়োজকদের প্রতি। প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর প্রতি রইলো শুভ কামনা। সবাই ভালো থাকবেন।

জয় বাংলা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

৭৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানের জন্য

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এর ভাষণের খসড়া

৭৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, বিপিএটিসি'র রেক্টর, মাননীয় প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণতন্ত্রের মানসকন্যা, দেশরত্ন, জননেত্রী শেখ হাসিনা, বিশেষ অতিথি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব কে, এম, আলী আজম, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজনকারী বিপিএটিসি ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রধান ও অনুষদ সদস্যগণ, বুনিয়াদি কোর্সের সুপ্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়- সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা।

আগস্ট বাঙ্গালি জাতির শোকের মাস। বক্তব্যের শুরুতেই আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অবদানে আমরা একটি স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ পেয়েছি। শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ ৭৫ এর ১৫ আগস্ট শাহাদাত বরণকারী সকলের প্রতি। বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতাসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী ত্রিশ লক্ষ শহিদ এবং দু'লক্ষ নির্যাতিতা মা-বোনকে।

অভিনন্দন জানাচ্ছি, ৭৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সকল অংশগ্রহণকারীকে। আজকের এ অনুষ্ঠান প্রত্যাশার, প্রতিজ্ঞার, বাস্তবায়নের অঙ্গীকার বিষয়ক অনুষ্ঠান। জাতি, সরকার, আপনাদের প্রতি প্রত্যাশার; জনগণের সেবায় মনোনিবেশ করার অঙ্গীকার; আর সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের অঙ্গীকার। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্য হিসেবে আপনাদের কর্মজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ আজ অতিক্রম করছেন। এটি সমাপনী নয় বরং সুন্দর বাংলাদেশ উপহার দেয়ার শুরু। আমি প্রত্যাশা করি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে আপনারা আরো দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবেন ।

উপস্থিত সুধীমন্ডলী,

আপনারা জানেন, মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবার সবগুলো শর্তই আমরা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমাদের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়া। এজন্যে আমাদের সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে আমরা জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সাফল্যের সঙ্গে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। আশা করছি, ২০৩০ সালের মধ্যেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যও আমরা অর্জনে সমর্থ হবো। টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ নির্মাণ আমাদের মূল লক্ষ্য। আমি বিশ্বাস করি, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সিভিল সার্ভিসের নবীন সদস্যগণ যে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছেন, তা দেশের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অধিকতর সহায়ক হবে।

সম্মানিত উপস্থিতি,

সুশাসনের একটি পূর্ব শর্ত হল সেবামুখী ও জনমুখী সিভিল সার্ভিস, যারা সরকারের নীতি-নির্ধারণে সহায়তা করবেন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে তার বাস্তবায়নও করবেন। এজন্য সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের পেশাদারি জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতা এ তিনটি ক্ষেত্রেই উন্নয়ন প্রয়োজন; যা অর্জনে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,

জনগণের মধ্যে এ বিশ্বাস জাগ্রত করতে হবে যে আপনার কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য জনগণ। সরকারি সেবা গ্রহণে সাধারণ মানুষ যাতে বিন্দুমাত্র অসুবিধার সম্মুখীন না হন সেদিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। এর ফলে সিভিল সার্ভিসের ভাবমূর্তি সমাজে উজ্জ্বলতর হবে। জাতির পিতার অমোঘবাণী মনে রেখে আপনাদের কাজ করতে হবে। যিনি সাধারণ মানুষকে সরকারি কর্মচারীদের বাবা, ভাই হিসেবে দেখার নির্দেশনা দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে,

মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যে বঙ্গবন্ধু নিরলস কাজ করে গেছেন। মানুষের জন্য সরকারি দায়িত্ব পালনেই জাতির পিতার প্রতি সম্মান জানানোর সূবর্ণ সুযোগ।

সেই সাথে জাতির পিতার 'বিশ্ব নাগরিকত্ব' এর ধারণাকে শক্তিশালীকরণের জন্য আজকের সুশীল সেবকদের কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে, যাতে ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আর সেজন্য দরকার একটি নলেজ বেজড সোসাইটি; জ্ঞানের উৎকর্ষতা, আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক একটি সিভিল সার্ভিস।

সুপ্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,

আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, আপনারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গ্রামে গিয়েছেন। সরকারের ইশতিহার "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। গ্রামীণ উন্নয়নে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছেন। এছাড়া, সুবিধা বঞ্চিত পরিবার পরিদর্শন করে তাদের সমস্যাসমূহ জেনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিয়ে সমাধানের জন্য কাজ করেছেন। বঙ্গবন্ধু এই গরীব দুখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। এখন তাঁর সুযোগ্য কন্যা দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়তে নিরন্তর কাজ করছেন। আমরা তাঁর হাতকে শক্তিশালী করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আজ শপথ নিব।

প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীগণ,

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবেন। আপনাদের শ্রম, আগ্রহ, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেম সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন আরো গতিশীল করতে সহায়তা করবে। এর ফলে সরকারের উপর জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। জনগণও আপনাদের কাছে এটিই প্রত্যাশা করে। মনে রাখবেন, মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমেই জীবনের

দার্শনিক উদ্দেশ্যকে গভীরভাবে উপলব্ধ করা যায়। পরিশেষে, উপস্থিত সকলের কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি।

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক